স্কাউটিংয়ে গান

সরদার সেকেন্দার

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত

স্কাউটিংয়ে গান

সরদার সেকেন্দার

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত

স্কাউটিংয়ে গান
সম্পাদক
সরদার সেকেন্দার

প্রকাশক
অতসী-প্রকাশনা

চতুর্থ প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৩ইং

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ শিল্পী
লেখক

মুদ্রণ
অতসী প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স
সুফিয়া মার্কেট, মৌচাক, গাজীপুর।
সেল : ০১৭১২-৬২৭৫৩০/০১৬৮১-৩৯৩৭৮৯
e-mail-sardarsekender@yahoo.com

দাম
পঞ্চাশ টাকা

উৎসর্গ

আমার স্নেহের নাত্নী / নাতী
জান্নাতুল কন্নারী (সাফা)
মুতাসিম ফুহাদ (সাইফ)
সহন

দু'টি কথা

স্কাউটিংএর বিভিন্ন ট্রেনিং কার্যক্রমে গান অত্যন্ত অর্থবহ হাতিয়ার। স্কাউটদের চরিত্র গঠন, সৎ স্বভাব, দলীয় চেতনা, ধৈর্য্য, শৃঙ্খলা, পরার্থপরতা ইত্যাদি গুণাবলীর উন্মেষ সাধনে গান অত্যন্ত সহায়ক।

গান মনে আনে আনন্দ, জীবনে আনে গীতিশীলতা। গান জীবন থেকে সৌখিনতা আর বিলাসিতা তাড়িয়ে আনে উদ্দীপনা। জীবনকে করে তোলে কর্মচঞ্চল। গানের সুরের মায়ায় দূর হয়ে যায় সকল ক্লান্তি ও অবসাদ। স্কাউটদের বৈচিত্রময় কর্মসূচীতে সে জন্যই গানের অফুরন্ত ব্যবহার।

বইটিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাচিত চৌদ্দটি গান সহ, স্কাউট সঙ্গীত, সমাবেশ সঙ্গীত, জাম্বুরী সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, মারেফতি, মুর্শিদী, লোক সঙ্গীত এ ধরনের গান রয়েছে, যা স্কাউটরা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতে পারে। আমি আশা করি, বইটি স্কাউট ও ইউনিট লিডারদের স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনায় গানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে।

সরদার সেকেন্দার

সূচি

এ গ্রুপ	(কাব স্কাউট/স্কাউট, রোভার স্কাউটদের সদস্য, তারা, স্ট্যান্ডার্ড সহচর ও রোভার স্কাউট সদস্য স্তরের জন্য)	৭-১৩
বি গ্রুপ	(কাব স্কাউট/স্কাউট, রোভার স্কাউটদের চাঁদ, চাঁদ তারা, প্রোগ্রাম, সার্ভিস ও প্রশিক্ষণ স্তরের জন্য)	১৪-২৭
স্কাউট গান	(প্যাক, ট্রুপ, ক্র-মিটিং, ক্যাম্পফায়ার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য)	২৮-৩৫
দেশাত্ববোধক		৩৬-৩৭
মারফতি, মুর্শিদী, ভান্ডারী		৩৮-৪২
কর্ম সংগীত		৪৩-৪৮

গ্রচপ-এ

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস (২)
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

ওমা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে-

ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে অমি কি দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায়রে-

মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি।।
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

কথা : বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রচপ-এ

দেশাত্মবোধক গান

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র-সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তরিৎ এমন কালো মেঘে
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
এমন স্নিগ্ধ নদীর কাহার, কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশেটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

কথা : দ্বীজেন্দ্র লাল

We Shall Over Come

We shall over come
We shall over come some day
O deep in my heart
We do believe that
We shall over come some day.
আমরা করব জয় আমরা করব জয়
আমরা করব জয় একদিন।
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি যে,
আমরা করব জয় একদিন।
We are not alone (ii)
We are not alone today
O deep in my heart
We do believe that
We Shall over come some day.
আমরা নই একা -(২)
আমরা নই একা - আজকে
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি যে,
আমরা নই একা আজকে
We are not afraid (ii)
We are not afraid-today
O deep in my heart
We do believe that
We shall over come some day.
আমাদের নেই কোন ভয় (২)
আমাদের নেই কোন ভয় - আজকে
আহা বুকের গভীরে আমরা জেনেছি যে
আমাদের নেই কোন ভয়, আজকে।

কথা : সংগৃহিত

ক্যাম্পফায়ার গান

ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার।।
দাও ইয়েল, দাও ইয়েল - দাবানল জ্বললো
ললো জিহ্বা তার আকাশে উড়লো।
ধরলো আগুন দ্বিগুন তেজে
রূপ নিলো আজ এ কোন সাজে
দ্বিক বাহার, দ্বিক বাহার, দ্বিকবাহার।
ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার।।
সারা মাঠ ভরলো আলোর বানে
উল্লাস উঠলো গানের তালে
হউক জয় এইবার এইবার এইবার।।
ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার।

কথা : নিকোলাস ডি রোজারিও

৫ম বাংলাদেশ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী সংগীত

জগতটাকে দু'হাত দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চাই,
সমাজটাকে সবুজ ঘাসের মানুষ দিয়ে মুড়তে চাই।

বিভেদ কারো থাকবে না
হিংসা মনে রাখবে না

বন্ধু হবো আমরা সবাই, আনন্দে দেশ ভরতে চাই,
গড়তে চাই, গড়তে চাই, সোনার এ দেশ গড়তে চাই।

দুঃখ ব্যাথা রাখবো না
মিথ্যে নিয়ে থাকবো না

ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে সুখের জগৎ গড়তে চাই,
গড়তে চাই, গড়তে চাই, সোনার মানুষ গড়তে চাই।

কথা : ইমরান নূর

স্কাউট গান ঃ কাব স্কাউট গাওরে গান

কাব স্কাউট গাওরে গান
স্কাউট গাওরে গান
প্রচার কর ব্যাডেন পাওয়েলের ফরমান।

উনিশ্য সাত সালে ব্রাউন্সী দ্বীপে
প্রথম পরীক্ষা মূলক স্কাউট ক্যাম্পে।
বিশ জন ছেলে নিয়ে শুরু হল প্রশিক্ষণ।
প্রচার কর ব্যাডেন পাওয়েলের ফরমান।।

এক প্রতিজ্ঞার ৩টি অংশ শিখলাম যখন
সাতটি আইনের মধ্যে বাঁধা মোদের এ জীবন
সদা প্রস্তুত থেকে করি বিশ্ব মানবের কল্যাণ।
প্রচার কর ব্যাডেন পাওয়েলের ফরমান।।

নটিং লেসিং এষ্টিমেশন আছে স্কাউটিংয়ে
পি.টি প্যারেড স্টাফ ড্রিল করি মুক্তাঙ্গনে
তাঁবু বাসে বয়ে আনে জীবনের মহান কল্যাণ।
প্রচার কর ব্যাডেন পাওয়েলের ফরমান।।

সমাজ-সেবা, সমাজ উন্নয়ন স্কাউটিংয়ের রীতি
বৃক্ষরোপন অভিযানে ধরে রাখবে স্মৃতি,
যার সুফল লাভ করিবে ভবিষ্যত নাগরিকগণ।
প্রচার কর ব্যাডেন পাওয়েলের ফরমান।।
কাব স্কাউট গাওরে গান।

কথা : আবদুস ছাত্তার

প্রার্থনা সঙ্গীত

বাদশা তুমি দ্বীন দুনিয়ার, হে পরওয়ার দিগার।
সেজদা লও হে হাজার বার আমার হে পরওয়ার দেগার।

চাঁদ সুরুজ আর গ্রহ তারা, জ্বীন ইনসান আর ফেরেসতারা
দিন রজনী গাহিছে তারা মহিমা তোমার, হে পরওয়ার দেগার।

তোমার নূরের রৌশনী পরশি, উজ্জল হয় যে রবি ও শশী
রঙ্গীন হয়ে ওঠে বিকশি, ফুল সে বাগিচার, হে পরওয়ার দেগার।

বিশ্ব ভূবনে যা কিছু আছে, তোমারই কাছে করুণা যাঁচে
তোমারই মাঝে মরে ও বাঁচে জীবনও সবার, হে পরওয়ারদেগার।

বাদশা তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার, হে পরওয়ার দেগার
সেজদা লওহে হাজার বার আমার, হে পরওয়ার দেগার।

কথা : কবি গোলাম মোস্তফা

গ্রচপ-বি

দেশাত্মবোধক গান

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ী
বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে
তুমি মিশেছো মোর প্রাণে মনে
তোমার ওই শ্যামল বরণ
কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।।
ওগো মা তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে
তোমার পরেই খেলা আমার দুখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল সহ
তুমি যে সকল সহ
সকল মহা মাতার মাতা।।
অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা
তবু জানিনে যে কিবা তোমায় দিয়েছি মা
আমার জন্ম গেল মিছে কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
ওমা বৃথাই আমার শক্তি দিলে শক্তিদাতা।

কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান ঃ তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর

তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে
আমরা ক'জন, নবীন মাঝি, হাল ধরেছি, শক্ত করে-রে
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি, দেবরে।

জীবন কাটে যুদ্ধ করে, প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে
জীবনের স্বাদ নাহি পাই। ও ও ও ও .....

জীবন কাটে যুদ্ধ করে, প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে, জীবনের স্বাদ নাহি পাই।
ঘর বাড়ি ঠিকানা নাই, দিন রাত্রি জানা নাই, চলার সীমানা সঠিক নাই।

জানি শুধু চলতে হবে, এ তরী বাইতে হবে, আমি সাগর মাঝিরে।
জীবনের রং এমনকে টানেনা, ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানিনা, জানিনা

জ্যোস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না, না না না, তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না
বৈশাখের ঐ রুদ্রচ ঝড়ে আকাশ যখন ভেঙ্গে পড়ে ছেড়া পাল আরো
ছিড়ে যায় ও ও ও .....

হাত ছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়, হঠাৎ কে যে শব্দ শোনায়, দেখি ঐ
ভোরের পাখি গায়।
তবু তরী বাইতে হবে, খেয়া পাড়ি দিতেই হবে, যতই ঝড় উঠুক সাগরে।

তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগার পাড়ি দেবরে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি, শক্ত করে রে।

তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে (৩)
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে ও ও ও ও .....

গান ঃ টাক ডুম টাক ডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল

টাক ডুম টাক ডুম বাজাই,
আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল
আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই

সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই, তাও ভূলিনা বাংলা মায়ের কোল
টাক ডুম টাক ডুম বাজাই
বাংলা জন্ম দিলা আমারে -(২)

তোমার পরাণ, আমার পরাণ, এক নাড়ীতে বাঁধারে, বাংলা জন্ম দিলা অমারে
মা পুতের এই বাঁধন ছেড়ার সাধ্য কারো নাই
সব ভূলে যাই, তাও ভূলিনা বাংলা এই মায়ের কোল।

টাক ডুম টাক ডুম বাজাই, আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই
বাংলাদেশের ঢোল
আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই।
মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে (২)

আমার জীবন জোড়াইলা, মা গো, আমার জীবন জোড়াইলা
বাউল ভাটিয়ালীতে, মা তোমার মাটির সুরে স্বরেতে,
পরান খুলে মেঘনা, তিতাস, পদ্মারই গান গায়।

সব ভূলে যাই তাও ভূলিনা বাংলা এই মায়ের কোল
টাক ডুম টাক ডুম বাজাই,
আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই, বাংলাদেশের ঢোল, আমি টাক
ডুম টাক ডুম বাজাই।
বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে -(২)

বসর্জনের ব্যাথা ভুলে আগমনের খুশিতে, বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে।
বাংলাদেশের ঢোলের বোলে ছন্দ পতন নাই
সব ভুলে যাই, তাও ভুলিনা বাংলা এই মায়ের কোল
টাক ডুম টাক ডুম বাজাই,

আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল
ঢোল, আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই
সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই, তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল,

বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল
টাক ডুম টাক ডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল
আমি টাক ডুম টাক ডুম বাজাই।।

রণ সঙ্গীত ঃ চল চল উর্ধ্ব গগনে

চল্ চল্ চল্
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিচে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাণের তরুণ দল
চলরে চলরে চল্ ।
চল্ চল্ চল্
উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাঁধার বিন্ধ্য চল্ ।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজিব করিব মহা শ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

চলরে নও-জোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ্ আগল
চলরে চলরে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

কথা : কাজী নজরুল ইসলাম

মার্চিং সং ঃ চলে মচ্ মচ্

চলে মচ্ মচ্, চলে মচ্-মচ, বাম ডান মচ্-মচ্
সবচেয়ে ভালো পা-গাড়ী (২)

ট্রামে বাসে চড়িনা বড় ঝাকমারি
ট্রেনে তে চড়িনা হয় পাড়াপাড়ি।
চলে মচ্ মচ্ পা গাড়ী।

প্লেনেতে চড়িনা যায় গড়াগড়ি
স্টীমারে চড়িনা জলে যায় ভারি
চলে মচ্ মচ্ .....পা গাড়ী।

ট্যাক্সীতে চড়িনা লাগে টাকা বেশী
ঘোড়াতে চড়িনা ভয় হয় বেশী.।
চলে মচ্ মচ্ পা.....পা গাড়ী

ট্যাম্পোতে চড়িনা হয় ঠেসাঠেসি
হোন্ডাতে চড়িনা হয় পিসা পিসি।
চলে মচ্ মচ্ .....পা-গাড়ী ।

সাইকেলে চড়িনা, উল্টে যায় পড়ি
নৌকাতে চড়িনা, ডুবে যায় তরী
চলে মচ্ মচ্ পা.....পা গাড়ী

হাতীতে চড়িনা আছড়ে যদি মারে
ধুক - ধুক করে প্রান, কেরল্ কারে।
চলে মচ্ মচ্ .....পা-গাড়ী (২)

সংগৃহীত

প্রার্থনা সঙ্গীত

হে খোদা দয়াময় রহমান রহিম
হে বিরাট, হে মহান হে অনন্ত অসীম।।

নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি,
তুমি নিত্য সত্য পবিত্র অতি,

চির অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম।।

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাঁধা বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন

তুমি সৃজন ও পালন ধ্বংসকারী
তুমি অব্যয় অক্ষয় অনন্ত আদিম।

আমি গুনাহ্‌গার পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার

আমি চাইনা বিচার রোজ হাশরের দিন
চাই করুণা তোমারি, ওগো হাকিম

হে খোদা দয়াময় রহমান রহিম
হে বিরাট হে মহান, হে অনন্ত অসীম।।

কথা : গোলাম মোস্তফা

প্রার্থনা সঙ্গীত

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী,
যত গুনগান, হে চির মহান, তোমারি অন্তরযামী।

দ্যুলোকে-ভ্যুলোকে সবারে ছাড়িযা, তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচিহে শকতি তোমারই করুণা কামী।
অনন্ত অসীম .....।

সরল সঠিক পূণ্য পন্থা মোদের দাওগো বলি
চালাও সে পথে যে পথে তোমার, প্রিয়জন গেছে চলি।

যে পথে তোমার চির অভিশাপ, যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ
হে মহা চালক মোদের কখনও করো না সে পথগামী।
অনন্ত অসীম.....।

কথা : গোলাম মোস্তফা

স্কাউট গান ঃ কাব সঙ্গীত

আমরা কাব কাব কাব দল
বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে
ভবিষ্যতের বল।

আমাদের আইন আছে দু'টি
নিজের খেয়ালে নাহি ছুটি
বড়দের কথা মেনে
চল এগিয়ে চল।।

আমারা সত্য কথা বলি
আমরা ন্যায়ের পথে চলি
সোনার দেশের সোনামনি
অটুট মনোবল।

আমরা সদাই পরিপাটি
হব মানুষ খাঁটি
সবার তরে গড়বো
সুখের ধরা তল।

কথা : সরদার সেকেন্দার

কাব সঙ্গীত

শিক্ষা নিতেছি ভাইরে
শিক্ষা নিতেছি
কাব ট্রেনিং এ এসে মোরা
শিক্ষা নিতেছি..... ।

কাব ট্রেনিং এর এমনি ধারা
ষষ্ঠক ভিত্তিক শিখায় তারা
আইন প্রতিজ্ঞার আদর্শতে
শিক্ষা নিতেছি..... ।

নাচে গানে অভিনয়ে
খেলাধুলার মাঝে মোরা
রান্না - বান্না করিতেছি
শিক্ষা নিতেছি..... ।

জীবন মোদের গড়তে হবে
কাব দল করতে হবে
কাবিং এর দীক্ষা নিয়ে
শিক্ষা নিতেছি..... ।

বিদ্যালয়ের কাব দল নিয়ে
সোনার মানুষ গড়বো গিয়ে
এইতো মোদের শপথ ভাই
শিক্ষা নিতেছি..... ।

কথা : সরদার সেকেন্দার

কাব সঙ্গীত

ও ভাই এসোনা কাবিং করি।
জীবনটাকে ফুলের মত তুলে ধরি

বাঘের মত হুংকারে
নূপুরের ঝংকারে
স্বপ্নের মতো সম্ভাবনায়
এক জীবন গড়ি।।

বাংলাদেশের শিশু মোরা
আকাশ ছোঁয়া জীবন গড়া
জয়ের গানে বিশ্ব টাকে
এস ভাই মুখর করি।।

আকাশ মোদের হাত ছানি দেয়
বাতাস ক্লান্তি দূর করে নেয়
চাঁদের আলোর মায়া নিয়ে
এস এ জীবন গড়ি।

কথা : সরদার সেকেন্দার

কাব সঙ্গীত

আমার স্কাউট ভাইয়েরা কয়
আমার রোভার ভাইয়েরা কয়
কাবেরা নাকি রাঁানতে জানে না।
কাবেরা ডাইল রানধে হাঁটু পানি দিয়া
স্কাউট ভাইরা সাঁতার কাটে ডাইলের উপর দিয়া
আমার স্কাউট .....।

কাবেরা ভর্তা করে কাঁচা মরিচ দিয়া
রোভার ভাইরা হাইস্যা মরে এই ভর্তা খাইয়া
আমার স্কাউট.....।

কাবেরা মাছ রানধে গরম মশলা দিয়া
পাড়া পরশী ছুইটা আসে সেই গন্ধ পাইয়া
আমার স্কাউট .....।

কাবেরা মাংস রানধে ভিজা লাকরি দিয়া
কাব লিডার দাঁত ভাঙ্গে হাড়ে কামড় দিয়া
আমার স্কাউট.....।

কথা : সরদার সেকেন্দার

কাব সঙ্গীত

আমরা কাব আমরা কাব
আমরা কাবের দল
বাংলা মায়ের ছেলে মেয়ে
বুক ফুলিয়ে চল।

আকাশের লক্ষ তারা
লক্ষ ফুলের হাসি
কাবিং মোদের শিক্ষা দিল
বাংলাকে ভালোবাসি

দুইটি আইন শপথ মোদের
তাই তো মনবল
সুন্দর দেশ গড়বো মোরা
সামনে সবাই চল।

কথা : জোহরা আক্তার

কাব সঙ্গীত

বি-পি বাইয়া যাওরে
কলুষিত সমাজেতে স্কাউটিং-এর নাওরে
বি-পি বাইয়া যাওরে।
ও বি-পি রে, ...।
ছয় জনেতে ষষ্ঠক মিলে চব্বিশেতে দল
সমাজকে বাঁচাতে গিয়ে ধন্য-হও বি-পি রে
বি-পি বাইয়া যাওরে.....।
বি-পি রে ও .....।
রোভার স্কাউট কাব স্কাউট ভাবেরে সকলি
বিশ্ব স্কাউটরে সবাই ভাবে বি-পি বি-পি বইলারে
বি-পি বাইয়া যাওরে.....।
ও বি পি রে, ...।
তিন আঙ্গুলে দীক্ষা নিলাম, আইন মানিব বলে
প্রতিদিন উপকার করবো, কাবেরা তাই বলে
ও বি-পি রে.....।
খেলাধুলা গানের মাঝে স্কাউটিং -এর ও মেলা
স্কাউটিং -এর সমাজের মাঝে বি-পি তুমি নেতারে
বি-পি বাইয়া যাও রে .....।
কলুষিত সমাজেতে স্কাউটিং-এর নাওরে
বি-পি বাইয়া যাওরে.....।

কথা : জোহরা আক্তার

কাব অভিযানের সঙ্গীত

বন বাদাড় পেরিযে
লতা পাতা কুড়িয়ে
দল বেঁধে যদি এসেছো
তবে কি বন্ধুরা একটু ভেবেছো?

ভেবে যদি থাকো
আশেপাশে খুঁজে দেখ
পেলেও পেতে পারো
হয়তো বা কিছু আরো।

যদি পেয়ে যাও
খুজবে না তাও
গ্র্যান্ড ইয়েল দিয়ে
কাউন্সিলরকে জানাও।

তারপর শোন সাথীদের নিয়ে
যাবে সবে মিলে
সাবধান অন্যের রং নেবেনা তুলে।

কথা : জোহরা আক্তার

স্কাউট গান

বি-পি. এ কোণ আলো
জ্বালিয়ে দিলে আমারই অন্তরে
আলোয়ে আলোয়ে ভরিয়ে দিলে
আমারই মনটারে ..... ।

শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিলে
দীক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিলে
আলোয়ে আলোয়ে ভরিয়ে দিলে
আমারই মনটারে ..... ।

জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিলে
প্রাণের আলো জ্বালিয়ে দিলে
আলোয়ে আলোয়ে ভরিয়ে দিলে
আমারই মনটারে ..... ।

লন্ডনেতে জ্বালিয়ে আলো
জ্বাললে আলো আমেরিকায়
আলোয়ে আলোয়ে ভরিয়ে দিয়ে
সারা বিশ্ব জগতময় ।

কথা : সরদার সেকেন্দার

সমাবেশ সঙ্গীত

আমরা স্কাউট, আমরা স্কাউট
আমরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক। (২)
ভাই বোনেরা মিলেছি আজি
মৌচাকের মৌবনে, নির্ভয়ে নির্ভিক নির্ভিক।
আমরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক। (২)

শপথে আমরা হয়েছি বিশ্বাসী বন্ধু
সন্ত্রাস মুক্ত গড়তে সমাজ (২)
নাই কারো সাথে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব
হিংসা বিদ্বেষ নাই কোন লাজ (২)
নিজ হাতে করবো কাজ (২)
সোনার বাংলা গড়বো আজি, নির্ভয়ে নির্ভিক নির্ভিক ॥
আমরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক। (২)

অন্ধ গলিতে আজ যারা পড়ে আছে
অসুখের দাহনে মোদের ভাই,
সেই হতভাগা বিপদগামীরতরে
সুখের সন্ধান পেয়েছি সবাই (২)
সুখ দিতে চাই তাদের (২)
চলে যেতে হবে সামনে আজি, নির্ভয়ে নির্ভিক নির্ভিক।
আমরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক। (২)

কথা : সরদার সেকেন্দার

রোভার সঙ্গীত

রোভার রোভার আমরা সবাই আমরা সবাই-
মোদের মূল মন্ত্র সেবাই মোদের মূল মন্ত্র সেবাই

রোভারিং করতে এসে দীক্ষা নিয়ে শপথ মেনেছি
মেনেছি সাতটি আইন, করবো সদা সেবাই।
আমরা সবাই, রোভার ভাই ভাই-

চল রোভারিং করতে যাই
চল রোভারিং করতে যাই.....।

কথা : সরদার সেকেন্দার

মুট সঙ্গীত

এবার চল এগিয়ে চল
উন্নত জীবনের ডাকে
ওরে রোভার দল
মৌচাকেরি শাল বনে
মিলবো পরস্পরে
হয়েছি জড়ো এক সনে
নেইতো কেউ আজ পর
মন্ত্র মোদের সেবাব্রত
এইতো মনোবল।
সত্য প্রচার শিবির সম
গড়বো শামস নগর
সকল বাঁধা ছিন্ন করে
হাতে হাত ধর
তারুণ্যেরিই ঝড় উঠেছে
সামনে এবার চল।
বিশ্বাসী বিনয়ী সদয়
মন্ত্র মোদের এই
হাসি খুশি বন্ধু মোরা
পবিত্র যে রই-
স্বনির্ভরে গড়বো এদেশ
এই তো মোদের ছল।

কথা : সরদার সেকেন্দার

অ্যাগোনরী সঙ্গীত

আমরা স্কাউট আমরা স্কাউট
আমরা প্রতিবন্ধী স্কাউট দল।
বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে
সামনে এবার এগিয়ে চল।
আমরা হতে পারি
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
আমরা হতে পারি
শ্রবণ প্রতিবন্ধী
আমরা হতে পারি
মানসিক প্রতিবন্ধী
আমরাও মানুষ
প্রতিবন্ধী স্কাউট দল।
আমরা চাই শান্তির আশা
আমরা চাই ভালবাসা
আমরা চাই মানুষ হতে
মোদের আছে মনোবল
আমরা সত্য কথা বলবো
আমরা সৎ পথে চলবো
অন্যায় আমরা করবো না
ন্যায়ের সৈনিক, স্কাউট দল।
দেশকে আমরা গড়বো
দেশের জন্য মরবো
নতুন শতাব্দীর দীক্ষা
স্কাউটিং-এর শিক্ষা-মনোবল।

কথা : সরদার সেকেন্দার

পরিবেশ সঙ্গীত

আমার কাব স্কাউট ভাই
আমার কাব লিডার ভাই
পরিবেশ রক্ষা করা চাই ॥

পরিবেশ মোদের জীবন
পরিবেশ মোদের মরণ
সকলের জানা থাকা চাই ॥

গাছ-পালা সাবার করে
খাট পালং বানাইছে ঘরে
সকলেই সুখের নিদ্রা যাই ।

দেশের বন উজার করে
বন্যা খরা মরছি ঝড়ে
বাঁচার উপায় বুঝি নাই।

দেশের যতো জোয়ান বুড়া
লাগাব গাছ সবাই মোরা
সোনার বাংলা রক্ষা করা চাই।।

কথা : সরদার সেকেন্দার

কমডেকা সঙ্গীত

উন্নত স্কাউটিং' উন্নত সমাজ
উন্নত হোক এই দেশ আমার
উন্নত পরিবেশ উন্নত মানুষ
উন্নত হোক এই বিশ্ব সবার।

আমাদের লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজ
একাত্ম হয়ে করি সব কাজ
সহমর্মিতার উঠুক গড়ে
সুন্দর পরিবার।

আমাদের কর্ম সমাজ গড়া
শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সচেতন করা
আত্ম-কর্মে স্বনির্ভর
এই হোক অঙ্গীকার।

আমাদের মৈত্রী সবার সাথে
চলার পথে হাত রাখি হাতে
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে হোক প্রতিষ্ঠা
মানুষের অধিকার।

কথা : কে. জি মোস্তাফা

ক্যাম্প ফায়ারে গান

ক্যাম্প ফায়ার ক্যাম্প ফায়ার
আজ আমাদের ক্যাম্প ফায়ার
ক্যাম্প ফায়ার.....॥

সাউ দাউয করে দেখ দাবানল জ্বলছে
মৌ মৌ মৌ লোভে কাব স্কাউট ছুটছে
স্কাউটের আলোতে দূর হবে অন্ধকার
ক্যাম্প ফায়ার.....॥

আগুনের শিখা দেখ উর্ধ্ব আকাশে
শিশু মনের আশা জাগে তারই পরশে
নির্ভয়ে এসো ভাই মিলি এক জায়গায়
প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা মিলনের গান গাই।

দাও মুছে হৃদয়ের হিংসা-অহংকার
ক্যাম্প ফায়ার.....॥

কথা : সরদার সেকেন্দার

দেশাত্ববোধক গান

এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
সে আমার দেশ
সে আমার দেশ
কতো আনন্দ, বেদনা, মিলন, বিরহ, সঙ্কটে।
এই মধুমতি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে
নিজেকে হারিয়ে যেন পাই ফিরে ফিরে
এই নীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদ পটে।
এই পদ্মা.....।

এই পদ্মা এই মেঘনা এই হাজার নদীর অববাহিকায়
এখানে রমনী গুলো নদীর মতোন
নদীও নারীর মতো কথা কয়
এই অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুঁয়ে
নির্ভয়ে নীল আকাশ রয়েছে নুয়ে
যেন হৃদয়ের ভালোবাসা হৃদয়ে ফোটে
কতো আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সঙ্কটে
এই পদ্মা.....।

কথা : সংগৃহীত

দেশাত্ববোধক গান

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জল ফুলে ফুলে মোর স্বপ্ন আঁকা
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
যে দেশের নদী অম্বরে মন মেলেছে পাখা
সারাটা জনম সে মাটির গান বক্ষে ধরি।

মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভাল ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য যুদ্ধ করি

যেন নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
সেই শান্তির শিবির পাতাতে শপথ করি।

কথা : আপেল মাহমুদ

মারফতি গান

অলি আলস্নাহর বাংলাদেশ
শহীদ গাজীর বাংলাদেশ
রহম কর আলস্নাহ (২) ॥

আলস্নাহ শাহ জালালের বাংলাদেশ
শাহ পরানের বাংলাদেশ
আলস্নাহ শেখ ফরিদের বাংলাদেশ
অমানত শাহের বাংলাদেশ

তাদের ওয়াস্তে (২) রহম কর আলস্নাহ
আলস্নাহ শাহ সুলতানদের বাংলাদেশ
গরীবুলস্নাহর বাংলাদেশ
আলস্নাহ খান জাহানের বাংলাদেশ

বায়জিদের বাংলাদেশ
তাদের ওয়াস্তে (২) রহম কর আলস্নাহ॥

কথা : সংগৃহীত

মারফতি গান

আজব লীলা দেইখা আইলাম
শাহজালালের মাজারে
ও বাবা শাহ্জালাল দয়া কর আমারে
ও বা বা শাহ্ জালাল..... ।
তিনশ ষাটটি আউলিয়ার মাজারে
বাবা তুমি সবার সরদার
কত -সাগর পাড়ি দিলাম মছলাতে ।
আসন করে-ও-বাবা ।
হাজার হাজার গজাল মাছে
তোমার নামে জিকির করে
বাবা বলে ডাক দিলে ভাইসা ওঠে উপরে । ।
ভক্ত বৃন্দ কবুতরে আসিয়া তোমার মাজারে
মাজারেতে আহার করে পায়খানা করে দূরে
ও বাবা শাহ্ জালাল..... ।
খেয়ে তোমার ঝর্ণার পানি
কত মানুষ হইছে ধনী
সোনা রূপার মাছ আছে
আমার বাবার মাজারে ।
গৌড় গবিন্দ রাজার বাড়ি
ধ্বংস করে আযান কারী
জালালাবাদ নামটি রাখ
ও বাবা শাহ্ জালাল..... ।

কথা : সংগৃহীত

মারফতি গান

অলি আলস্নাহর বাংলাদেশ
শহীদ গাজীর বাংলাদেশ
রহম কর আলস্নাহ (২) ॥

আলস্নাহ শাহ জালালের বাংলাদেশ
শাহ পরানের বাংলাদেশ
আলস্নাহ শেখ ফরিদের বাংলাদেশ
অমানত শাহের বাংলাদেশ

তাদের ওয়াস্তে (২) রহম কর আলস্নাহ
আলস্নাহ শাহ সুলতানদের বাংলাদেশ
গরীবুলস্নাহর বাংলাদেশ
আলস্নাহ খান জাহানের বাংলাদেশ

বায়জিদের বাংলাদেশ
তাদের ওয়াস্তে (২) রহম কর আলস্নাহ॥

কথা : সংগৃহীত

মারফতি গান

আজব লীলা দেইখা আইলাম
শাহজালালের মাজারে
ও বাবা শাহ্জালাল দয়া কর আমারে
ও বা বা শাহ্ জালাল..... ।
তিনশ ষাটটি আউলিয়ার মাজারে
বাবা তুমি সবার সরদার
কত -সাগর পাড়ি দিলাম মছলাতে ।
আসন করে-ও-বাবা ।
হাজার হাজার গজাল মাছে
তোমার নামে জিকির করে
বাবা বলে ডাক দিলে ভাইসা ওঠে উপরে । ।
ভক্ত বৃন্দ কবুতরে আসিয়া তোমার মাজারে
মাজারেতে আহার করে পায়খানা করে দূরে
ও বাবা শাহ্ জালাল..... ।
খেয়ে তোমার ঝর্ণার পানি
কত মানুষ হইছে ধনী
সোনা রূপার মাছ আছে
আমার বাবার মাজারে ।
গৌড় গবিন্দ রাজার বাড়ি
ধ্বংস করে আযান কারী
জালালাবাদ নামটি রাখ
ও বাবা শাহ্ জালাল..... ।

কথা : সংগৃহীত

মুর্শিদী গান

দয়াল বাবা কেবলা কাবা
আয়নার কারিগর
আয়না বসাইয়া দে মোর
কলবের ভিতর বাবা রে।

আমরা বাবা আলহাজ্ব আলী
যার কাছে মোর পথের খনি
তলব হইয়া যায় মুরালী দেখাল এক নজর।

বাবা তোমার ভাংগা তরী
আমি অকুলে দিয়েছি পাড়ি
জাত কুল মান ত্যাজ্য করে বলে বক্ষিপন।

বাবা তোমার নাম ভরসায়ে
আমি কুলে দিয়েছি সাঁতার
নজরুল কান্দে গানের ছন্দে
লইতে তোর খবর।।

কথা : সংগৃহীত

ভান্ডারী গান

বাবা ভান্ডারী করছ তুমি প্রেমের মাস্তানী
সেই প্রেমেতে পড়লে বাবা (২)
ছাইরা দিমু ঘর বাড়ি।
বাবা আমার কেবলা কাবা
বাবা আমার মাওলানা
বাবা আমায় যাদু করে
করে দিলো দেওয়ানা (২)
আমি তোমার আশেক বাবা
তুমি আমার কান্ডারী।
গাউছুল আজম মাইজ ভান্ডারী
দূর থেকে শোনা যায়,
মাস্তানেরা জিকির করে
আকাশ বাতাস ফাইটা যায় (২)
আমি তোমার খাদেম বাবা
তুমি আমার কান্ডারী।
গাউছুল আজম মাইজ ভান্ডারী
সবাই ডাকে তোমারে
যত ডাকি তবু কেন
দাওনা সাড়া আমারে (২)
এত ...নিষ্ঠুর হইলা
একবার তুমি চাও ফিরে।

কথা : সংগৃহীত

ভান্ডারী গান

দুই কূলে সুলতান ভান্ডারী
দুই কুলের সুলতান ভান্ডারী।।

এ সংসারে কে আছে এমন দয়াবান।
বাবা ক্ষণে থাকেন আসমানেতে
ক্ষণে নামে জমিনেতে।।

এক পলকে ছায়ের করেন সারাটি জাহান
কত মহামণী ঋষি
নাম জ্বপে তার দিবা নিশি।।

ঐ নামে শুনতে পাবি
মরা দেহে প্রাণ।।

গফুর পাগলায় আশা করি
আছে তোমার চরণ ধ্বনি।
মরণ কালে দিও বাবা
চরণতে স্থান।।

কথা : সংগৃহীত

কর্ম সঙ্গীত

১.

ও কাউয়ায় ধান খাইলোরে
খেদানোর মানুষ নাই
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ
কাজের বেলায় নাই
কাউয়ায় ধান খাইলো রে।

ওরে হাত পাও থাকিতে তোরা
অবশ হইয়া রইলি,
কাউয়া না খেদাইয়া তোরা
খাইবার বসিলি
কাউয়ায় ধান খাইলোরে।

ও পাড়াতে পাটা নাই, পুতা নাই
মরিচ বাটে গালে,
ওরে তারা খাইলো তাড়াতাড়ি
আমরা মরি ঝালে
কাউয়ায় ধান খাইলোরে।

কথা : গুরুসদয় দত্ত

২.

চল কোদাল চালাই, চল কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ, হবে শরীর ঝালাই (২)

যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই, পালাই (২)
চল কোদাল চালাই ..... ।

পেটের ক্ষিদের জ্বালায়
খাব ক্ষিরের মালাই (২)
চল কোদাল চালাই ।

কথা : সংগৃহীত

৩.

লেখাপড়া সবার জানা চাই (২)
সব বয়সের লেখাপড়া করলে কোন মানা নাই
লেখা পড়া..... ।

না চিনিলে লেখাপড়া
চোখ থাকতে অন্ধ তার গো ..... ।
লেখাপড়া ..... ।

ছেলে মেয়ে, জোয়ান বুড়া
আসেন শিখি লেখাপড়া
সোনার বাংলা গড়তে হলে
ঘরে ঘরে বিদ্বান চাই
লেখাপড়া ..... ।

কথা : জোহরা আক্তার

৪.

আব্বু আমায় কয় কেন পড়তে বসিস না
আম্মু আমায় কয় কেন লেখতে বসিস না
কি করে বলি আমার পড়ালেখা ভালো লাগে না
ভালো লাগে না।

ঘুম না হতে ডাকাডাকি সকাল বেলা
স্কুলে যাও স্কুলে যাও কি ঝামেলা
ঘুম যে চোখে মানে না
আম্মু আহা বোঝে না
এতো পড়া লেখা আমার ভালো লাগে না।

মাষ্টাররা সব এমনিতে হয় তাল-বেতালা
অংকটা না হলে দেয় কান মলা
বেত দিয়ে কয় পিঠেতে, অংক করিস বাসাতে
বাসায় অংক করলে খেলার সময় থাকে না
সময় থাকে না।

আমি যদি বলি একটু করবো খেলা
আম্মু বলে খেলবি কেন দুপুর বেলা
আমি যদি হতাম মা ।
বাঁধা নিষেধ দিতাম না।
আমার ছেলে বলতো তবে
কত ভালো মা।
আব্বু আমায় ..... ।
হঠাৎ যদি এমন হতো
মাষ্টাররা সব লেখাপড়া ভুলেই যেতো
হতো যদি ঘূর্ণিঝড় ভেঙ্গে যেতোই স্কুল ঘর
জুম্মা ঘরে শিরনি দিতাম মনের বাসনা
মনের বাসনা..... ।
আব্বু আমায়..... ।

কথা : জোহরা আক্তার

৫.

সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী (২)
লাউয়ের আগা খাইলাম, ডগাগো খাইলাম,

লাউয়ের আগা খাইলাম - ডগাগো খাইলাম
লাউ দিয়া বানাইলাম ডুগডুগি,
সাধের লাউ..... ।

লাউয়ের এতো মধু করলো যাদু
লাউয়ের এতো মধু গো ..... ।

আমি গয়া গেলাম কাশীগো গেলাম
আমি গয়া গেলাম গো ..... ।

আমি গয়া গেলাম, কাশীগো গেলাম
সঙ্গে নাই মোর বৈষ্ণবী..... । (২)

কথা : সংগৃহীত

অতিথি আগমনের গান

স্বাগতম হে মহান অতিথি
জানাই তোমায় লাখো সালাম
তোমার আগমনে শুভ পদার্পণে,
আমরা সবাই ধন্য হলাম।
স্বাগতম হে .....।

তুমি যে মোদের আশার আলো
জ্বালো জ্ঞানের মশাল জ্বালো
তুমি যে মোদের পথের দিশারী
সত্য পথের দিশা পেলাম।
স্বাগতম হে .....।

হে মহান অতিথি আমাদের ভুলে যেওনা
আজ আমরা ধন্য তোমার স্নেহ ভালোবাসা পেয়ে
তুমি যে মোদের আশার শিখা
জ্বালো ভালোবাসার বহ্নি শিখা
তোমার আদর্শে আমরা সবাই
আলোর পথে দিশা পেলাম
স্বাগতম হে .....।

কথা : মোসাম্মৎ জোহরা আক্তার

বরিশালের চাখার ইউনিয়নের বড় চাউলাকাঠী গ্রামে কবি সরদার সেকেন্দার ১৯৪৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি চাখার ফজলুল হক ইনস্টিটিউশন থেকে এস.এস.সি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে স্নাতক এবং মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে বিপিএড সম্পন্ন করেন। লেখালেখির কাজে তাঁর পদচারণা ছাত্র জীবন থেকে। তিনি কবিতা, গান, গল্প ও নিবন্ধ লেখেন। দেশে বিদেশে তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়। মূলতঃ তিনি একজন কবি ও বাংলাদেশ, টেলিভিশনের গীতিকার। তাঁর লেখা অনেক গান টেলিভিশন ও বেতারে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশনে সুধীজন হিসেবে তিনি অনুষ্ঠান করে আসছেন । তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা ।

প্রকাশক